দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 FEB 03

চাই আদর্শ শিক্ষক

বাংলা একাডেমীতে বই মেলা চলিতেছে। বই মেলার বৈশিষ্ট্য শুধু পুস্তক প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের মধ্যেই সীমিত নয়। প্রায় হররোজ কোন-না-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা এবং স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান যুক্ত হইয়া বই মেলার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে। গত শনিবারে অনুষ্ঠিত হয় 'আমার শিক্ষক' পর্যায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে আলোচনায় শরিক হন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আলোচনায় প্রত্যেকে এই কথাটা উচ্চারণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের শিক্ষকরা ছিলেন তাঁহাদের আদর্শ এবং অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁহারা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে কামনা করিয়াছেন যে, বর্তমানের শিক্ষকরাও যেন সেই ধারায় আদর্শ মানুষ গড়ার সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। তাঁহারা আদর্শ শিক্ষকের নজিরও উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন কাজী নূরুল ইসলাম বলিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিতে জেসি দেব ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী তাঁহার আদর্শ শিক্ষক হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নাম।

আলোচকরা অতীতদিনের স্মৃতিচারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ছাত্রজীবনের শিক্ষকদের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের আচরণ কেমন ছিল, কেমন এবং কিভাবে পড়াইতেন তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। শিক্ষকরা ছিলেন তাঁহাদের আদর্শ। শিক্ষকদের কথা তাঁহাদের মনে গাঁথা হইয়া আছে। চলার পথে, কাজেকর্মে তাঁহাদের শিক্ষকরাই তাঁহাদের জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস। কিন্তু হাল আমলে অবস্থা কি? সেই বিষয়েও অনেকে কথা বলিয়াছেন। প্রায় সকলেরই অভিমত হইতেছে, সেই ধরনের আদর্শ শিক্ষক ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতেছে। ইহার কারণ হিসাবে অভিযোগ উঠিয়াছে যে, শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের জন্য নাকি ডোনেশনের নামে অর্থ দিতে হয়। অর্থের মাধ্যমেই চাকুরী জোটে। অর্থ যেখানে মুখ্য হইয়া উঠে সেখানে মেধা গৌণ হইতে বাধ্য। এই কারণে শিক্ষক সমাজের মেধার ব্যারোমিটারও ক্রমাগত নীচের দিকে নামিতেছে বলিয়া অভিযোগ। শিক্ষকের মেধা তেমন না থাকিলে ছাত্রদের মেধা কিভাবে বাড়িবে?- সে প্রশ্নের উত্তর সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। শিক্ষকদের যোগ্যতায় ঘাটতির বিষয়ে অনেকে বলেন যে, অন্যান্য পেশার তুলনায় তাঁহাদের বেতন কম। তাই মেরিট যাঁহাদের আছে তাঁহারা অন্য পেশায় চলিয়া যান। শিক্ষকতায় নিবিষ্ট থাকেন না বা থাকিতে পারেন না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্যান্ড করা ছাত্ররা আর শিক্ষকতার পেশায় আসেন না। তাঁহারা সুপিরিয়র সার্ভিস বা অন্যান্য আকর্ষণীয় পেশায় যোগ দেন। পরিণামে শিক্ষা জীবনে একটা দুষ্টচক্রের আবির্ভাব লক্ষণীয়। ভাল শিক্ষক নাই, তাই ভাল ছাত্র হয় না। আবার ভাল ছাত্র নাই বলিয়া ভাল শিক্ষকও সৃষ্টি হয় না। এই দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাইতেছে আমাদের শিক্ষা জীবন। কিন্তু এই দুষ্টচক্র হইতে যে কোন মূল্যে আমাদের বাহির হইয়া আসিতে হইবে।

চাই আদর্শ শিক্ষক। আদর্শবান ভাল শিক্ষক সৃষ্টির জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে মহৎ ও উন্নত চিন্তাধারার প্রতি উৎসাহিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের পেশা এবং জীবিকার প্রতিও আমাদের সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যথায় জাতির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, তাহা অনেকটাই নিশ্চিত। আমাদের প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষা হইলেই মানুষ গড়ার কারখানায় আদর্শ মানুষ সৃষ্টি হইতে পারে।